গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	০৩-০১-২০২১, বিকাল ০৩-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভা আজকে শুরু হতে যাচ্ছে। কমিটির আহবায়ক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি মহোদয় এ সভায় সভাপতিত্ব করছেন। তিনি ভার্চুয়ালি এবং সরাসরি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং সেখানে মন্ত্রিসভার ০৯ জন মাননীয় সদস্য এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে ১৪ জন কর্মকর্তাকে নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন মমে নির্দেশনা রয়েছে। তিনি প্রথমে এ কমিটির কার্যপরিধি সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেন। এ কমিটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসূচি পর্যালোচনা সংযোজন বা বিয়োজন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের নির্দেশনা প্রদান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে। তাছাড়া এ সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কমিটির প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটির এ সভা প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

২.০. অত:পর তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ২ লক্ষের অধিক মা বোনের পরম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে উজ্জীবিত হয়েছে, তাদের সকলকে তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি সভার সভাপতি ও মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান।

২.০১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যের শুরুতেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান আজকের সফল রাষ্ট্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন ৫০ বছর পূর্তি অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী পালনের জন্য। তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ২ লক্ষের অধিক মা বোনের পরম ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের মানচিত্র পৃথিবীর বুকে উড্ডীন হয়েছে। তিনি তাঁদের সকলকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি আরও জানান, বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং যথাযথ মর্যাদার সাথে এ সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, যদিও ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী শেষ করার কথা ছিল কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে এ জন্মশত বার্ষিকী/মুজিবশত বার্ষিকী সেভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, একদিকে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অপর দিকে মহান নেতার জন্মশত বার্ষিকী। কাজেই দুটি কাজই একসাথে করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দুটি কর্মসূচিকে সমন্বয় করে পালন করার আহবান জানান। সভাপতি এ পর্যায়ে বছরব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী পালনের খসড়া কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আহবান জানান।

অপর পৃষ্ঠা-২ সদয় দ্রষ্টব্য

২. ০২. মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় জানান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সভার জন্য উপস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি নির্ধারিত কর্মসূচি যা প্রতিবছর থাকে এবং এ বছরও থাকবে। তিনি জানান ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এই দশ দিনব্যাপী একটি কর্মসূচির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে ২৫ শে মার্চ ও ২৬শে মার্চের কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে তিনি জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সংক্ষেপে ঐ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসূচি উপস্থাপন করেন। তবে তিনি বলেন, যেহেতু খসড়া এই অনুষ্ঠানমালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে সেহেতু এখনই তা প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কমিটির পরবর্তী সভার কার্যবিবরণীতে চূড়ান্ত অনুষ্ঠানসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.০. অত:পর সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে বছরব্যাপী প্রস্তাবিত কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেনঃ

বছরব্যাপী কর্মসূচী		**নির্ধারিত সময় ও তারিখ**	**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ**
১.	সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত শুভেচ্ছা চিঠি প্রেরণ।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	৫০ টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি প্রতিটি জেলায় প্রদক্ষিণ শুরু। পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। ৬৪ জেলা প্রদক্ষিণ শেষে ১৬ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালির ঢাকা প্রত্যাবর্তন।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ /জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ / বিভাগীয় কমিশনার (সকল) / জেলা প্রশাসক (সকল)/ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
৩.	সারা বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো (ভারত ও রাশিয়াসহ বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ)।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / সুরক্ষাসেবা বিভাগ
৪.	বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দান।		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৫.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন। আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করে এই মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ।		সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৬.	**লাইটস এন্ড লেজার শো/ড্রোন শো:** সংসদ প্লাজা/হাতির ঝিল/অন্যান্য নির্ধারিত স্থানে রাতের বেলা লাইটস এন্ড লেজার শোর আয়োজন করা (বিশেষ বিশেষ দিনে)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় /স্থানীয় সরকার বিভাগ / জননিরাপত্তা বিভাগ / বিদ্যুৎ বিভাগ
৭.	গণ হত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে সেমিনার/আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও গণহত্যা জাদুঘর
৮.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের, অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও গণহত্যা জাদুঘর

অপর পৃষ্ঠা-৩ সদয় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর-

৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় /অর্থ মন্ত্রণালয় / জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় / জেলা প্রশাসক (সকল) / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১০.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা।		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / শিক্ষা মন্ত্রণালয় /জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
১১.	আন্তর্জাতিক ফুটবল/ক্রিকেট/কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন।		যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / ক্রীড়া পরিদপ্তর
মেলা/উৎসব/ সম্মেলন			
১২.	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা।	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ / জেলা প্রশাসক (সকল) / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৩.	নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারী)।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় / কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ / মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ
১৪.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন করা।		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় / বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিডা।
১৫.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন।		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ			
১৬.	কেন্দ্রীয়ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ	সুবিধাজনক সময় ও তারিখে	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় / সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
১৭.	জেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ (৫০টি জাতীয় পতাকাবাহী র‍্যালির সংশ্লিষ্ট জেলায় উপস্থিতির দিনে)।		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ / স্থানীয় সরকার বিভাগ / বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ জেলা প্রশাসক (সকল) / বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
১৮.	উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় / তথ্য মন্ত্রণালয় /সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

অপর পৃষ্ঠা-৪ সদয় দ্রষ্টব্য